



23425 - পাপীর উপর পাপেরে কুফল

প্রশ্ন

আমি নিজেরে হজ্জ আদায় করছি। হজ্জ করার কয়েক মাসেরে মধ্যে আমি হজ্জ কবুল হওয়ার কোন আলামত দেখিনি; যমেন-নকৌর কাজে এগিয়ে আসা। বরং আমি অনেকে অনেকে পাপ কাজে লিপ্ত হয়েছি। পরেরে বছর আমি আমার মৃত মা-এর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার সন্ধিধানত নিয়েছি। আমি এক শাইখকে জিজ্ঞেসে করছি, তিনি আমাকে মা-র পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করার এবং বেশে বেশে ইস্তিগফার ও কায়মনোবাক্যে দোয়া করার ফতোয়া দিয়েছেন। আমি এক হজ্জ কাফলোর সাথে আমার মায়েরে পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করছি। বদায়ী তাওয়াফকালে প্রচণ্ড ভীড় ছিল। ভীড়েরে মধ্যে আমি এক চক্কর শেষে করে আরকে চক্কর এর সামান্য কিছু আদায় করে ছাদে উঠেছি। গ্রাউন্ড ফলোরেরে প্রচণ্ড ভীড়েরে কারণে ঠিক কোন স্থানে আমি তাওয়াফ স্থগতি করছিলাম তা জানতে পারিনি। কিন্তু, ছাদে তাওয়াফ শুরু করার আগে আমি চেষ্টা করছি যাতা করে আমি নীচে যে স্থানে তাওয়াফ স্থগতি করছি ঠিক সে স্থান থেকে তাওয়াফটা শুরু হয়। এভাবে আমি তাওয়াফ শেষে করছি।

শেষবারেরে হজ্জেরে পরে আমি যদি পাপেরে দিকে অগ্রসর হই -কত পাপই তে লিপ্ত হয়েছি- তখন মানসিক অস্বস্তি ও কাঠনিয় অনুভব করি। আর যদি নিজে আমলেরে দিকে অগ্রসর হই তখন মজা লাগে। আমি বর্তমান যামানায় ইসলাম ও ইসলাম-ধারণকারীদের প্রতি সত্যকার আবেগে-অনুভূতি লালন করি। আমি আমার দুই হজ্জ ও তাওয়াফেরে ব্যাপারে ব্যাপারে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত...। দয়া করে আমাকে ফতোয়া জানাবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক: প্রশ্নকারী ভাই, আমরা আপনাকে ছগরি-কবরি সকল গুনাহ থেকে দূরে থাকার উপদেশে দিচ্ছি। পাপ থেকে আপনি সর্বোচ্চ সাবধানতা অবলম্বন করুন। কারণ পাপীর ওপর পাপেরে খারাপ প্রভাব থাকবেই। ইবনুল কাইয়্যমে এর বাণী থেকে পাপেরে কিছু কুফল আপনার সমীপে পশে করছি:

১। ইল্ম অর্জন থেকে বঞ্চিত হওয়া। কারণ ইল্ম হচ্ছে- নূর; যা আল্লাহ অন্তরে ঢলে দেন। পাপ এ নূরকে নভিয়ে দেয়। ইমাম শাফয়ী যখন ইমাম মালকেরে সামনে বসে পড়া শুরু করলেন তখন ইমাম মালকে তার বচিক্ষণতা, প্রশ্ন-মধো ও পরিপূর্ণ-বোধশক্তি দেখে অভিভূত হয়ে বললেন: “আমি দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ তোমার অন্তরে নূর ঢলে দিয়েছেন। সুতরাং এ নূরকে গুনাহ দিয়ে নভিয়ে ফলে না”।



২। রযিকি থেকে বঞ্ছতি হওয়া। মুসনাদে আহমাদে সাওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “নশিচয় মানুষ পাপ করার কারণে রযিকি থেকে বঞ্ছতি হয়”[সুনানে ইবনে মাজাহ (৪০২২), আলবানী সহি ইবনে মাজাহ গ্রন্থে হাদিসটিকে ‘হাসান’ আখ্যায়তি করছেন]

৩। পাপী ও তার প্রতাপালকরে মাঝে এবং পাপী ও মানুষের মাঝে দূরত্ব তরী হয়। জনকৈ পূর্বসুরি আলমে বলেন: “আমি আল্লাহর অবাধ্য হলে সটোর কুফল নশিচিভাবে আমার বাহন ও আমার স্তরীর আচরণে দেখতে পাই”।

৪। পাপী ব্যক্তরি য়ে কোন কাজ কঠনি হয়ে যায়; সে য়ে কাজে হাত দিয়ে তার মুখরে উপর সে পথ রুদ্ধ হয়ে যায় কথিবা কঠনি হয়ে যায়। য়েভাবে মূতাকী ব্যক্তরি জন্য য়ে কোন কাজ সহজ হয়ে যায়।

৫। পাপী ব্যক্তি অন্তরে অন্ধকার ভাব অনুভব করে য়েভাবে সে রাতরে অন্ধকারকে অনুভব করে। এভাবে তার অন্তরে উপর পাপরে অন্ধত্ব দৃষ্টিশিক্তরি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অন্ধত্ববে পরণিত হয়। কারণ আল্লাহর আনুগত্য হচ্ছ- আলো। আর পাপ হচ্ছ- আঁধার। যখনই অন্ধকার প্রগাঢ় হয়ে উঠে তখনই তার হত-বুদ্ধতি বড়ে যায়; এমনকি সে নিজরে অজান্তে বদিত, পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসাত্মক কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়ে। য়েভাবে অন্ধ ব্যক্তি রাতরে আঁধারে একাকী হাঁটলেও টরে পায় না। এই অন্ধত্ব শক্তিশালী হতে হতে এক পর্যায়ে চোখে দেখো দিয়ে, এরপর চহোরাতও দেখো দিয়ে। শেষমেষ এমন কালো হয়ে যায় য়ে, য়ে কটে সটো দেখতে পায়। আব্দুল্লাহ বনি আব্বাস (রাঃ) বলেন: “নকে কাজ চহোরায় উজ্বলতা, অন্তরে আলো, রযিকি প্রশস্ততা, শারীরকি শক্তি ও মানুষের মনে ভালোবাসা আনয়ন করে। আর বদকাজ চহোরায় কালমি, অন্তরে আঁধার, শারীরকি দুর্বলতা, রযিকিরে ঘাটতি ও মানুষের মনে ঘৃণা আনয়ন করে”।

৬। নকে আমল করা থেকে বঞ্ছতি হওয়া। যদি পাপরে অন্য কোন শাস্তিনাও থাকত, তবে এটাই পাপরে শাস্তি য়ে এটি একটি পূণ্যকে প্রতহিত করে; পাপরে স্থলে য়ে পূণ্যটি সম্পাদতি হতে পারত এবং অপর একটি পূণ্যরে রাস্তা কর্তন করে দিয়ে। এভাবে পাপরে কারণে পাপী লোকরে পূণ্য অর্জনরে তৃতীয় রাস্তা, চতুর্থ রাস্তা একরে পর এক অবরুদ্ধ হতই থাকে। ফলে পাপী লোক পাপরে কারণে অনকে নকী থেকে বঞ্ছতি হয়। য়ে নকীর প্রত্যকেটি দুনিয়া ও দুনিয়ার উপর যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। এর উদাহরণ হচ্ছ সে ব্যক্তরি মত য়ে ব্যক্তি একবার খাবার খয়ে দীর্ঘ সময়রে জন্য অসুস্থ হয়ে পড়ছে, য়ে অসুস্থতার কারণে সে ব্যক্তি উক্ত খাবাররে চয়ে আরো ভাল ভাল অনকে খাবার থেকে বঞ্ছতি হয়েছে। আল্লাহই সহায়।

৭। পাপে পাপ টনে আনে, পাপে পাপ জন্ম দিয়ে; এক পর্যায়ে পাপ পরহির করা ও এর থেকে বরিয়ে আসা বান্দার জন্য কঠনি হয়ে পড়ে।

৮। পাপ মনরে ইচ্ছাকে দুর্বল করে দিয়ে। মনরে ইচ্ছা দুর্বল হয়ে পড়লে পাপরে ইচ্ছা শক্তিশালী হয়ে উঠে। ধীরে ধীরে তওবা করার সংকল্প দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে তওবা করার ইচ্ছা অন্তর থেকে নর্মূল হয়ে যায়।... এরপর কটে হয়তো মুখে



মুখে অনেকে ইস্তিগফার ও মথিয়া তওবা করে; অথচ তার অন্তর পাপ সম্পাদনে দৃঢ়চিত্ত, অন্য ও সংকল্পবদ্ধ; যখন সুযোগ হয়। এটি মহামারী ও ধ্বংসাত্মক বমিার।

৯। পাপীর অন্তর থেকে পাপের প্রতিঘৃণাবোধ চলে যায়; এক পর্যায়ে পাপটা তার অভ্যাসে পরণিত হয়। তখন মানুষ তাকে পাপের মধ্যে দেখে বা তার সমালোচনা করছে এগুলোতে তার সংকোচ হয় না।

পাপীদের কাছে এটি বপেরোয়ার চূড়ান্ত সীমা ও পরপূরণ মজা। এ পর্যায়ে এসে তারা পাপে লিপ্ত হয়ে গর্ববোধ করে এবং যারা তার পাপে লিপ্ত হওয়ার কথা শুনেনি তাদেরকেও সনে নজিরে পাপের কথা অবহতি করে। সনে মানুষকে ডেকে বলে: এই অমুক, আমি এই এই করছি। এ শ্রণীর লোকদেরে বশেরি ভাগ কষতেরে কষমা করা হয় না, তাদের তওবার দরজা রুদ্ধ ও বন্ধ করে রাখা হয়। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: “আমার সকল উম্মত কষমারহ; শুধু প্রকাশ্যে পাপকারীরা ছাড়া। প্রকাশ্য পাপের মধ্যে এটাও পড়ে যে, আল্লাহ বান্দার গুনাহকে ঢেকে রেখেছেন। কিন্তু, বান্দা সকালে জগে উঠে নজিহে নজিকে উন্মুক্ত করে দলি। বলে: ওহে অমুক! আমি অমুক দিন অমুক অমুক কাজ করছি। এভাবে সনে নজিহে নজিকে বহেজ্জত করে। অথচ গোটো রাত আল্লাহ তাকে ঢেকে রেখেছিলেন।” [সহহি বুখারী (৫৯৪৯) ও সহহি মুসলমি (২৭৪৪)]

১০। পাপ যখন অনেকে বড়ে যায় তখন পাপীর অন্তরেরে উপর মোহর বা সলি মরে দেওয়া হয়। যার ফলে সনে গাফলেদেরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। তাই জনকৈ পূর্বসুরি আলমে আল্লাহর বাণী: “কখনও নয়; বরং তারা যা করত সনেই তাদের অন্তরে রা-ন (পাপের আবরণ) ফলেছে” সম্পর্কে বলেন: তা হচ্ছ- পাপের পর পাপ করা।

এ কথার বিশ্লেষণ এভাবে- পাপের কারণে অন্তরে মরচি পড়ে। পাপ যখন বড়ে যায় তখন মরচি জটলি আকার ধারণ করে এক পর্যায়ে সনে রা-ন (পাপের আবরণ) পরণিত হয়। তারপরও মরচি বাড়তে বাড়তে ‘সলিগালা’ ও তালাবদ্ধ’ অবস্থায় পরণিত হয়। তখন অন্তরটা একটা আবরণ ও আচ্ছাদনেরে ভেতরে থাকে। যদি তার এ অবস্থা হদোয়তেপ্রাপ্তি ও ইল্ম অর্জনেরে পর ঘটতে থাকে তাহলে তার অন্তরটি উল্টে যায়; অর্থাৎ উপরেরে অংশ নীচে চলে যায়। তখন শয়তান তার উপর সম্পূর্ণ নয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং তাকে যতাবে ইচ্ছা সতাবে পরচালনা করে।

দুই:

আপনি বলেছেন: “আপনি হজ্জ আদায় করেছেন, কিন্তু হজ্জ কবুল হওয়ার কোন আলামত দেখেননি। বরং আরও বেশি পাপ করেছেন” এর উত্তরে বলা যায়: আমল কবুলেরে বশিট আল্লাহর কাছে। কটে এ নশিচয়তা দেয়ার সাধ্য রাখে না যে, আপনার আমল কি কবুল হয়েছে; নাকি হয়নি?

মুমনি নকে আমল করে যায়, কিন্তু সনে জানে না আমলটি কি আল্লাহ কবুল করেছেন; নাকি কবুল করেননি?

এমনকি ইবনে উমর (রাঃ) বলেছেন: আমি যদি জানত পেঁরতাম যে, আল্লাহ আমার একটিনকে আমল কবুল করেছেন তাহলে



মৃত্যু আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় গায়বী বিষয় হত। কনেনা আল্লাহ্ বলছেন: “তিনি শুধু মুত্বাকীদরে আমল কবুল করেন”।

মানুষেরে কর্তব্য হচ্ছ- বেশি বেশি নিকে আমল করা, আমলটি যনে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলেরে নরিদশে মতোবকে হয় সজে নয় প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। এর মাধ্যমে সে ব্যক্তিতার দায় সম্পন্ন করল। এরপর সে আল্লাহ্র কাছে কবুল হওয়ার জন্য প্রার্থনা করবে।

প্রিয় প্রশ্নকারী ভাই, আপনি যদি হজ্জেরে নিষিদ্ধ কার্যাবলি থেকে বরিত থেকে সহিভাবে হজ্জ করে থাকেন তাহলে পুনরায় হজ্জ আদায় করা আপনার উপর আবশ্যকীয় নয়। আপনি পাপে লিপ্ত হওয়ার সাথে হজ্জ শুদ্ধ হওয়া বা না-হওয়া সম্পৃক্ত নয়। কিন্তু, পাপের কারণে আপনি জিজ্ঞাসতি হবেন। অতএব, সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে অবলম্বে তওবা করে ননি।

তনি: আপনি উল্লেখ করছেন যে, আপনি তাওয়াফ করছিলেন, এরপর প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে ছাদে উঠছেন। এ মাসয়ালাটি হচ্ছ- ‘তাওয়াফের মধ্যে পরম্পরা রক্ষা করা’ সংক্রান্ত মাসয়ালা। স্থায়ী কমটির আলমেগণকে সমজাতীয় একটি প্রশ্ন করা হলে উত্তরে তাঁরা বলেন: “তাওয়াফ স্থগতি করে উপররে তলা দিয়ে বাকী তাওয়াফ সম্পন্ন করতে কোন অসুবিধা নহে”। [ফাতাওয়াল লাজনাহ্ আদ-দায়মি (১১/২৩০, ২৩১, ২৩২)]

তাওয়াফ শুরু করতে হবে ঠিক যই স্থানে তাওয়াফ স্থগতি করছিলি ঐ স্থান থেকে। স্থানটি নির্ধারণ করার জন্য আপনি যে চেষ্টা করছেন সে সম্পর্কে বলব: যদি কেউ একীন বা নিশ্চিতি তথ্যে পৌঁছতে না পারে তাহলে সে ব্যক্তি প্রবল ধারণার ভিত্তিতে আমল করতে পারেন। যহেতু ‘যে ব্যক্তি নামায়ের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দে পড়ে গেছেন সে কিতনি রাকাত পড়ছেন না চার রাকাত’ তার ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “সে ব্যক্তি সঠিকটা জানার চেষ্টা করবে। তারপর ওটাকে চেষ্টা লদ্ধ জ্ঞানকে ভিত্তি করে নামায় পূর্ণ করবে। এরপর সালাম ফরিবে এবং সালাম ফরিনের পর দুটো সজিদা দবিবে”। [সহি বুখারী (৪০১) ও সহি মুসলিম (৫৭২), আল-শারহুল মুমতী (৩/৪৬১)]

এই আলোচনার আলোকে বলা যায়, আপনার ছাদে উঠে তাওয়াফ সমাপ্ত করা এবং তাওয়াফ শুরু করার সময় স্থগতি করার স্থান কোনটি সটো জানার জন্য চেষ্টা করা: এ সংক্রান্ত বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ আপনার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।